সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

ইসলামী জীবনের রূপরেখা

মাওলানা শামীম আহমদ

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

ইসলামী জীবনের রূপরেখা

(কুরআন, হাদীস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের আলোকে একজন মুসলমানের জীবন-পরিচালনার এটি এক পরিপূর্ণ 'গাইডবুক'। এতে রয়েছে ঈমান ও আমল, আখলাক ও আদত এবং নবীজীবনের বিস্তারিত শিক্ষা। আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাতের দীক্ষা।)

মূল :
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

মাওলানা শামীম আহমাদ
শিক্ষক, জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলুম
মুসলিম বাজার, মিরপুর ঢাকা।

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

ইসলামী জীবনের রূপরেখা

মূল	সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
ভাষান্তর	মাওলানা শামীম আহমদ
পরিমার্জিত সংস্করণ	এপ্রিল ২০১৯
প্রথম প্রকাশ	নভেম্বর ২০১৭
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০।
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯
অনলাইন পরিবেশক	www.rokomari.com/rahnuma www.boibazar.com/rahnuma

মূল্য : ৪০০/- (চারশ টাকা মাত্র)

ISLAMI JIBONER RUPREKHA
Writter : Abul Hasan Ali Nadwi rh. Published by : Rahnuma Prokashoni.
Price : Tk. 400.00, US $ 12.00 only.

ISBN 978-984-90617-5-5
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
www.rahnumabd.com

উৎসর্গ

এক নিভৃতচারী ইবাদতগুজার
এবং ইলাহি ইলমের জীবন্ত ভাণ্ডার
আল্লামা আবু জাফর কাসেমী সাহেব (দেওবন্দী হুজুর) মা. জি.
এবং
ইলম ও আধ্যাত্মিকতার
উদারতা ও বদান্যতার এক উজ্জ্বল প্রতীক
মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ কাসেমী সাহেব মা. জি.—

সেই অস্থির তারুণ্যদীপিত রৌদ্রবেলায়
টলোমলো পায়ের এক অপ্রস্তুত তরুণকে যাঁরা পরম মমতায়
আশ্রয় দিয়েছিলেন ইলমের সুশীতল ছায়ায়
রাব্বে কারীমের কাছে দু'হাতজোড়া মোনাজাত—
প্রভু হে, তুমি আমাদের ওপর
তাঁদের জীবনের এই মমতাময়ী ছায়াকে আরও দীর্ঘায়িত করো;
কবুল করো তাঁদের এবং তাঁদের পরিবার
এবং আমাদের।

অনুবাদকের কথা

পড়াশোনার সূচনাপর্বে—অল্প বয়সে, অনূদিত বই পড়তে গিয়ে প্রায়ই একটি কথা চোখে পড়ত—অনুবাদ একটি খুবই কঠিন ও দুরূহ কর্ম... ইত্যাদি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কথাটি বলছেন অনুবাদক নিজে, প্রকাশক কিংবা ভূমিকালেখক।

ভাবতাম, কথাটি বোধহয় শুধুই কথার কথা। ভাষা বিষয়ে ভাসাভাসা জ্ঞান এবং টাকায় কেনা কাগজ-কলম নিয়ে বসলেই হলো—তরতর করে অনুবাদ হতে থাকবে; না হয়ে যাবে কোথায়! হাতের কাছে রয়েছে সমস্যানিবারক মহান অভিধান। এমন সুশৃঙ্খলিত-সুকাতারিত লক্ষ লক্ষ 'শব্দ-সৈন্য'-কে সালাম করে না, পৃথিবীতে এমন ভাষা আছে নাকি!

কিন্তু সময়ের মতো অব্যর্থ শিক্ষক আর হয় না। এতটুকু জীবনে সময় আমাকে কত কিছুই না শেখাল! এখনো শেখাচ্ছে এবং জীবনভর শেখাবে। সময় আমাকে শেখাল—অনুবাদ আসলেই কোনো 'দুরূহ কর্ম' নয়; একটি ভাষাকে আরেকটি ভাষায় রূপান্তরিত করা 'গলদঘর্ম' হওয়ার মতোও কোনো বিষয় নয়; কিন্তু আসল কর্মটি হলো মূল লেখকের ভাব-ভাষা-আবেগ, অনুভব-চিন্তা-চেতনা এবং ভাষার সাহিত্যগত মান ও গতিকে ভিন্ন ভাষাতেও সমানভাবে অক্ষুণ্ন রাখা;—এটাকে শুধু 'দুরূহ' নয়, 'মহা দুরূহতম কর্ম' বললেও কম বলা হয়।

তার ওপর লেখক যদি হন উম্মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দরদী রাহবার সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, তখন!

এবং কিতাবটি সম্পর্কে তিনি নিজেই যদি বলেন, বিশ্বাস ও আমলের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে, কর্ম ও কর্তব্যের নির্দেশনার ক্ষেত্রে উম্মতের জন্য এটিই আমার শ্রেষ্ঠতম হাদিয়া, তখন!

আহা, পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে তাঁর অপার মমতা ও দরদ, ইলমের মুক্তা ও জীবনের রসদ। সে কী চিন্তার গভীরতা

ও দৃষ্টির দূরদর্শিতা! এত প্রেম আবেগ ও ভালোবাসা! এত অভাবিত চিন্তা ও চেতন!

সাধ্য কী আমার তাল রাখার!

তবুও যেভাবে অনুবাদের এই 'দুর্ঘটনা'-টি আমার হাতে সংঘটিত হওয়ার উপলক্ষ্য তৈরি হলো, এবার সে কথা বলে শেষ করি।

আজ থেকে তিন-চার বছর আগের কথা। প্রবল এক প্রত্যয়, সম্ভাবনা ও 'মানশা' নিয়ে প্রকাশনা-জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে রাহনুমা প্রকাশনী। নির্দিষ্ট কিছু বইয়ের অনুবাদের জন্য তাদের হয়তো কিছু স্বল্পপরিচিত উদ্যমী তরুণ অনুবাদক প্রয়োজন। মাহমুদুল ইসলাম ভাই কথাটি জানালেন আমাদের আস্থার আশ্রয়—প্রিয় লেখক, ভাষক ও সাংবাদিক মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ সাহেবকে। আমাদের প্রতি উদার সুধারণাবশত তিনি আমাদের (আমাকে এবং সাদ আবদুল্লাহ মামুনকে) মাহমুদ ভাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিলেন। মাহমুদ ভাই সঁপে দিলেন মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবের হাতে এবং এক বিশ্ব ইজতিমার প্রবল ভিড়ভাট্টার মাঝে তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন দু'টি কিতাব—*দস্তুরুল হায়াত* এবং *মা'অরোকায়ে ঈমান ওয়া মাদ্দিয়াত*। প্রথমটি আমার জন্য এবং দ্বিতীয়টি আমার সতীর্থ-বন্ধু সাদ আবদুল্লাহ মামুনের জন্য।

অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু যে কারণেই হোক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে এই এখন—অনেক বিলম্বে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শোকর, তবু তো প্রকাশের মুখ দেখতে যাচ্ছে।

আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে কবুল করেন এবং ইসলামের প্রতি লেখকের যে তড়প ও দরদ, তা যেন আমাদেরও দান করেন। আমীন।

শামীম আহমাদ
আগস্ট ২০১৭

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা—১১

ইসলামের মৌলিক গঠন ও অনন্য বৈশিষ্ট্য—৩৩

নির্ভুল আকীদা ও বিশ্বাস—৩৪
ঈমানের দাওয়াত ও তাবলীগ—৪১
দীনের ব্যাপারে মর্যাদাবোধ—৪৯
পরকালীন জীবনের প্রাধান্য প্রদান—৬২
আল্লাহই একমাত্র বিধানদাতা—৬৪
নবী ও উম্মতের মাঝে সম্পর্ক—৬৫
ইসলামের পূর্ণতা এবং পরিবর্তনহীন অবিনশ্বরতা—৭৪
অবিকৃত অবিনশ্বর কুরআন—৭৯
দীনের অনুকূল পরিবেশ—৮২

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা ও বিশ্বাস—৮৬

(সঠিক ও বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের মূল উৎস ও নির্ভরযোগ্য দলিল)
ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলো—৯৯
তাওহীদ, দীন ও শিরকের পরিচয়—১০৪
শিরকমূলক কাজ এবং জাহেলি প্রথা ও কুসংস্কারসমূহ—১০৭
নবী প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য—১০৯
প্রকাশ্য শিরককে উপেক্ষা করা—১১১
বেদআতের অপকারিতা ও বিরোধ—১১৩
বেদআতের বিরুদ্ধে আলেমদের জিহাদ—১১৭

ইবাদত

ইসলামে ইবাদতের মর্যাদাগত স্থান—১১৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পালনের পদ্ধতি—১২৫
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাকাত ও সদকা পদ্ধতি—১৩৮
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোযা পালনের পদ্ধতি—১৪১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ ও ওমরা পালনের পদ্ধতি—১৪৫
বিশেষ কিছু দুআ ও জিকির—১৫৪
ব্যাপক ফযিলত ও গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু জিকির ও দুআ—১৬৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপক অর্থবহ কিছু দুআ—১৭৫

আল্লাহর পথে জিহাদ

ইসলামে জিহাদের মর্যাদাগত স্থান—১৮১
জিহাদের প্রকার ও ক্রমবিন্যাস—১৮৩
জিহাদের ফজিলত, আদব ও উপকারিতা—১৮৫

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য—১৯২
আদর্শ মানুষ গঠনের সার্বক্ষণিক কারখানা—১৯৭
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনন্য গুণাবলি–১৯৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্র-মাধুর্যের
সংক্ষিপ্ত বিবরণ—২০৪
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েল বা স্বভাব-আকৃতি—২১০
আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনে আল্লাহর দীক্ষা—২১৯
কিছু আয়াত—২২০
আরও কিছু হাদীস—২৩১

ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি

গুরুত্ব এবং এর সাথে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরোধ—২৪৫

কিছু অভিজ্ঞতা কিছু পরামর্শ—২৫০

লেখকের ভূমিকা

(শিক্ষা ও জীবনসংশোধনমূলক ছোট-সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ কিছু কিতাবের আলোচনা এবং আজও তেমন একটি নতুন কিতাবের প্রয়োজনবোধ।)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

ইসলাম একটি জীবনবিধান। একটি পুণ্যময়ী, সঠিক, সহজ ও সর্বজনীন পথনির্দেশ এবং মহান রবের নিকটে একমাত্র গ্রহণীয় দীন। ইসলামের এ শিক্ষা, বোধ ও বিশ্বাস নিয়ে, দীনের হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধান নিয়ে ইসলামের প্রায় শুরু যুগ থেকেই বিভিন্ন কিতাব রচনার একটি ধারাবাহিকতা চলে আসছে। কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যকে সমকালীন মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এমনটি করতেই হয়েছে। কিন্তু ইসলামের চলতে থাকা বিভিন্ন বিজয় ও প্রচার-প্রসারের কারণে ইসলামী রাষ্ট্রসীমা শুধু আরব ভূখণ্ডে আর সীমাবদ্ধ থাকেনি; তার বিস্তার ঘটতে থাকে। উন্নতি সাধিত হতে থাকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির। এভাবে নতুন নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় মুসলমানদের। এভাবে বিভিন্ন রাজ্য ও পরিবেশ, মানুষ ও মানসিকতার বৈচিত্র্যে মুসলমানদের মাঝেও এল নতুন নতুন ভাব ও ভঙ্গি, চিন্তা ও চেতনা। উদ্ভাসিত হলো নতুন নতুন সংশয় ও জটিলতা। দেখা দিতে থাকে অভাবিত প্রশ্ন ও সমস্যা। ততদিনে রাসূলসান্নিধ্য খায়রুল কুরুন বা শ্রেষ্ঠ যুগ থেকে সময়ের চক্র মাথা ঘুরিয়েছে অন্য দিকে—কেয়ামতের অভিমুখে। বৃদ্ধি পেতে থাকে মানুষের মানবিক দুর্বলতা। ঈমান ও আমলের কমজোরি। শুধু আমলই নয়, ঈমানের ওপর অবিচলতাও আগের মতো আর থাকেনি।

তাই নতুন চিন্তা ও চেতনার মানুষদের পথের দিশা দিতে প্রয়োজন পড়ে যুগের নতুন ভাষ্য। কুরআন ও হাদীসের সরল উপস্থাপনা। মাধ্যম হিসেবে প্রয়োজন পড়ে যুগ-যামানার ভাষা। জীবনের এই প্রয়োজন ও চাহিদাকে প্রতি যুগেই চিন্তাবিদ লেখক ও সচেতন সংস্কারকদের সামনে নতুন বার্তা এনেছে। ভাবিত করেছে তাদেরকে। কারণ, তারা তাদের প্রখর দৃষ্টি দিয়ে পড়ে নিয়েছেন যুগের ভাব ও ভাষা, গতি ও ক্ষতি। কুরআনের ভাষ্যকে আবার তাদের কলম তুলে ধরেছে যুগের ভাষায়। স্পষ্ট রেখায় এঁকে দিয়েছেন মানুষের জীবন-পথের নির্দেশ-রেখা। রচিত হয়েছে বহু কিতাব—বিভিন্ন বিষয়ে, নতুন নতুন আঙ্গিকে। এভাবেই ইসলামী গ্রন্থাগারের পরিধি দিনে দিনে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন গ্রন্থ ও কিতাব। বিষয়-বৈচিত্র্যে ভরপুর। আজ তো এ কথা অনায়াসে বলা যায়, একজন মুসলমানের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় এই বিশাল গ্রন্থভাণ্ডারের ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন। এমনকি এ থেকে নিজের পছন্দমতো কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বেছে নেওয়া যেমন কষ্টকর, আবার সবগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উপকার লাভ করাও তেমন প্রায়-অসাধ্য।

এ জন্যই উম্মতের মধ্যে সব যুগেই আল্লাহ কিছু মানুষ ইলম ও দীনের জন্য মনোনীত করে নিয়েছিলেন। যাঁদের তিনি দিয়েছেন ইলম ও হিম্মত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, গভীর দৃষ্টি ও দৃষ্টির প্রখরতা। তাঁরা এই উম্মতের সমস্যাবলি সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি রেখেছেন। মুসলিম-সমাজ-জীবনের ভাব-ভাষা, চিন্তা-চেতনা ও প্রেরণার উৎসগুলো অন্বেষণ করেছেন। চিন্তা ও চেতনার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করেছেন। সমকালীন মুসলিম মানস ও তাদের আবেগ-অনুভূতি, অস্থিরতা-পেরেশানি, চাওয়া-পাওয়ার খবর জেনেছেন। এবং সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা এমন কিছু বই বা বলা চলে জীবনের 'গাইডবুক' রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, যা ঈমান ও ইবাদত, লেনদেন ও ব্যবহারিক হুকুম-আহকাম, নীতি-নৈতিকতা, বিধি-বিধান ও রীতিনীতি-সহ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে নির্দেশনা দিতে সক্ষম। এগুলো মুসলমানদের জন্য দিক-নির্দেশক ও গাইডবুক হিসেবে বিবেচিত হবে। মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করার জন্য এটি এমন এক

আবশ্যক মানবীয় প্রয়োজন ও স্বভাবগত চাহিদা, যা কোনো যুগেই উপেক্ষা করার মতো ছিল না। মুসলমানদের কোনো জেনারেশন অথবা কোনো এলাকা, রাজ্য বা সীমানা এ প্রয়োজনের বাইরে থাকেনি। অনেক যুগেই অনেক পুরাতন কিছুর পরিবর্তন ঘটেছে। তারতম্য এসেছে ভাব-ভাষা, মানসিকতা ও চাহিদার। এরপরও কিন্তু সমকালীন সময়ের সহজতর ভাষায় এ ধরনের একটি সর্বাঙ্গীণ বইয়ের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে কোথাও কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়নি। বোধগম্যতার ক্ষেত্রে সব যুগেই সরল ও সহজ আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে।

আমরা সকলেই জানি, নবীযুগ হলো খায়রুল কুরুন—যুগসমূহের শ্রেষ্ঠ। এর পুরোটাই শুধু কল্যাণ ও কল্যাণময়। বরকত ও বরকতময়। সাহাবীদের আমলের আগ্রহ ও হিম্মত, তাঁদের ঈমান ও কুওয়ত ছিল অতি উর্ধ্বের। তাঁদের ঈমানের দৃঢ়তা ও আমলের জযবা ছিল আরও উচ্চের। নবীদের পর তাঁরাই হলেন শ্রেষ্ঠ, আদর্শ ও অনুসরণীয় মানুষ। তবুও তো তাঁরা মানুষ—অটল ঈমানের তাঁদের সেই যুগেও সংক্ষিপ্ততা বা আমলে সহজীকরণের এক-দু'টি উদাহরণ আমাদের পূর্বোক্ত কথাকে সমর্থন যোগাবে। মানব-মানসিকতার চাহিদা হিসেবেই তখনো কারো কারো মনে এই সহজ, সহজতা ও একটি সংক্ষিপ্ত বিধান গ্রহণের ইচ্ছা জেগেছিল।

হাদীসের ঘটনাটি এমন—

একবার এক বেদুইন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল,

إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ

ইসলামের বিধিবিধান আমার নিকট অনেক বিস্তৃত মনে হচ্ছে। সুতরাং আমাকে সংক্ষেপে এর এমন মৌলিক কিছু বলে দিন, যা আমি দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরতে পারি। আমল করতে পারি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ মনোযোগের সাথে বেদুইনের সম্পূর্ণ কথাটি শুনলেন। তাকে না কোনো ভর্ৎসনা করলেন, না কোনো তিরস্কার। বেদুইনের এই প্রশ্ন 'দুঃসাহস' হিসেবেও মনে করলেন

না। ভাবলেন না এটি হয়তো তার আমল থেকে সরে থাকার একটি কূটবুদ্ধি কিংবা দুর্বল ঈমানের ফন্দিফিকির। এমনকি বেদুইন লোকটির এ কথাকে তিনি দীনের পুরোপুরি জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে গড়িমসি প্রদর্শন বলেও গণ্য করলেন না। বরং স্নেহসিক্ত ভাষায় পূর্ণ আগ্রহ নিয়ে লোকটির উত্তরে বললেন,

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহর জিকিরে তোমার জিহ্বা যেন সবসময় সিক্ত থাকে। অর্থাৎ তোমার কাজ হবে সবসময় যে কোনো উপায়ে আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত থাকা।[১]

নবীযুগের আরেকটি ঘটনা এরকম—

হযরত আবু আমের বা আবু উমারা সুফিয়ান ইবনে আবদিল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন নবীজীর কাছে আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যেন আপনার পরে আর কাউকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না পড়ে।

এক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হলেন না। তাকে মন্দ বললেন না। বরং শান্ত ও অমায়িক ভাষায় উত্তর দিয়ে বললেন,

قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ

তুমি অন্তর থেকে বলো, আমি ঈমান আনলাম। তারপর এ ঈমানের ওপর জীবনভর অটল থাকো।[২]

আমরা যারা ইসলামের হুকুমগুলো জটিল করে তোলার চেষ্টায় দিনরাত গলদঘর্ম, বর্ণনা দু'টি তাদের মনে রাখা প্রয়োজন।

যেসব ইসলামী চিন্তাবিদ ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ নিয়ে ভাবেন, যাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে সবসময়

---

১. *সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৭৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭৯৩*

২. *মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫৪১৬*

সম্প্রসারিত, তাঁদের মূলত এ ধরনের ঘটনা ও বর্ণনাই সহজ ও সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ও বিষয়সমৃদ্ধ গ্রন্থ লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁরা ভেবেছেন এমন এক গ্রন্থ রচনার কথা, যাতে থাকবে দীনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো, দৈনন্দিন জীবনের আমল ও কর্তব্যের বিষয়; থাকবে ইসলামী নৈতিক ও চরিত্রগঠনমূলক বিধি-বিধান। বাদ যাবে না ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কথা। যে গ্রন্থে লিখিত হবে জীবন ও জীবিকার পথে সঠিক নির্দেশনার সকল বিষয়। গ্রন্থটি একজন মধ্যম ধরনের মুসলমানের জীবন চলার জন্য হবে যথার্থ অনুসরণীয়; উপযোগী ও উপকারী। গ্রন্থটি তারা নিজেদের জীবন চলার 'গাইডবুক' হিসেবে গ্রহণ করবে। গ্রহণ করবে জীবনের বিধান হিসেবে। নিজেদের ভাষায় কুরআন ও হাদীসের সহজতর ভাষ্য হিসেবে।

আমার দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন ও জানাশোনা অনুসারে বলতে পারি, এই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে যিনি অনুভব করেছিলেন এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ মুহাম্মাদ আল গাযালি (ইমাম গাযালি মৃত্যু, ৫০৫)। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ও অবিস্মরণীয় গ্রন্থ *ইহয়াউ উলুমিদ্দীন* রচনা করেন, যা সাধারণভাবে *ইহয়াউল উলুম* নামে পরিচিত। এটি রচনার মাধ্যমে তিনি এই অতি প্রয়োজনীয় ও কল্যাণময় রচনাধারার সূচনা ঘটান। বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং গুরুত্বের দিক দিয়ে তিনি গ্রন্থটি এমন এক উচ্চতায় ও উপযোগিতায় পৌঁছিয়েছেন, যাঁরা সত্যের সন্ধান করে, সঠিক দিক-নির্দেশনার প্রত্যাশী, গ্রন্থটি তাদের জন্য একজন ধর্মীয় শিক্ষক ও অভিভাবকের ভূমিকা পালন করবে। আরও বড় বিষয় হলো, এটি ইসলামী গ্রন্থাগার ও জ্ঞানরাজ্যের এক সমৃদ্ধশীল উজ্জ্বল প্রতিনিধি।

গ্রন্থটিতে তিনি আলোচনা করেছেন ইসলামী আকাইদ ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে, আত্মার পরিশুদ্ধি ও পবিত্রতা সম্পর্কে, অভ্যন্তরীণ সংশোধন ও চরিত্রের পরিশুদ্ধি সম্পর্কে; এমনকি, এতে আলোচনা করেছেন 'দরজায়ে ইহসান' বা প্রতিটি কাজে আল্লাহকে প্রত্যক্ষ মনে করা এবং এটি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার উপায়-পদ্ধতি সম্পর্কে; উল্লেখ করেছেন ফজিলত সম্পর্কিত কিছু হাদীসও। তবে পাঠকের সবচেয়ে উপকার ও

ফায়দার জায়গাটি হলো—আল্লাহর শাস্তির ভয়, পুণ্যের আশা ও পুরস্কার প্রাপ্তি সম্পর্কিত কুরআনে কারীমের আয়াত ও হাদীসগুলো। গ্রন্থটিতে সংযুক্ত করেছেন হৃদয়ে প্রভাবসৃষ্টিকারী হেকমতপূর্ণ কিছু ওয়াজ-নসিহত। এ ছাড়া এতে এমন কিছু ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেছেন, যেগুলো অন্তরে আল্লাহর প্রতি প্রেম, ভালোবাসা ও আবেগ সৃষ্টি করে।

সব মিলিয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায়, গ্রন্থটি ঈমান, নেক আমল এবং অভ্যন্তরীণ ও অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জনের পথে এক উত্তম পাথেয়। গ্রন্থটি মানুষের ভেতরগত আত্মিক রোগ-বালাইকে চিহ্নিত করেছে। তবে শুধু চিহ্নিতকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; রোগ নিরাময়ের যথাযথ ব্যবস্থাও প্রদান করে দিয়েছে।

তবে এ কথাও সত্য, সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকদের দৃষ্টিতে গ্রন্থটিতে লেখকের গ্রীক দর্শন অধ্যয়নের প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে, যদিও লেখক নিজেই তথাকথিত গ্রীক দর্শনের কঠোর সমালোচক ছিলেন। আবার হাদীস-বিশারদদের দৃষ্টিতেও এমন কিছু যঈফ ও দুর্বল হাদীস হয়তো পরিলক্ষিত হবে, যেগুলো দিয়ে গ্রন্থকার তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে দলিল সাব্যস্ত করেছেন। এ ছাড়াও আরও কিছু স্থানেও সমালোচনাযোগ্য কিছু বিষয় হয়তো অনুসন্ধানীদের দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হতে পারে। এত সবের পরেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও ন্যায়নিষ্ঠ গবেষক—সকলেই গ্রন্থটির প্রভাবশীলতা ও এর উপকারিতা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। এমনকি আল্লামা ইবনুল জাওযি ও শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার মতো সমালোচকদ্বয়ও এই গ্রন্থটির গুরুত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে কোনো কার্পণ্য করেননি। এটি এক ঐতিহাসিক সত্য—অস্বীকার করার কিছু নেই। গ্রন্থটি সার্বজনীন জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দীনি শিক্ষিত সমাজে এটির প্রতি ব্যাপক গুরুত্ব, আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রদর্শিত হয়েছে। খ্যাতি, নির্ভরযোগ্যতা ও আস্থার ব্যাপারেও এটি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সিহাহ সিত্তাহ! ও আর সামান্য কিছু গ্রন্থ ব্যতীত আর কোনো গ্রন্থ এতটা প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। ইসলামী জগতের প্রায় সকল অঞ্চলের মানুষই এটিকে সাদরে গ্রহণ করেছে। এক প্রজন্ম

থেকে আরেক প্রজন্ম—যুগ যুগ ধরে মানুষ গ্রন্থটি বিশ্বাস ও আমলের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য হিসেবে অনুসরণ করেছে। গ্রহণ করেছে নিজেদের পথ-নির্দেশনা হিসেবে। জীবন পথের পাথেয় হিসেবে।

দীন ও জীবনের প্রয়োজনে ইমাম গাযালি রহ. গ্রন্থ রচনার যে ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, সে ধারা তাঁর পর থেমে যায়নি। বরং বলা চলে, ধারাটি আরও ব্যাপক, বিস্তৃত ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং সে ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

ইমাম গাযালির পর ইবনে জাওযি (মৃত্যু ৫৯৭ হি.)—যিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ, বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ সমালোচক, *তালবিসুল ইবলিসের* মতো ব্যঙ্গ, তীর্যক ও সমাজ নিরীক্ষামূলক গ্রন্থের রচয়িতা—সেই তিনিও *ইহয়াউল উলুমের* একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করার এবং এটিকে নতুনভাবে বিন্যাস করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং সত্যসত্যই একসময় *মিনহাজুল কাসিদিন* নামে এর একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি করে ফেলেন।

ইবনে জাওযি ছাড়াও আরও অনেক বড় বড় আলেম এই *ইহয়াউল উলুমের* ব্যাখ্যা রচনা করেছেন এবং আরও নানাভাবে তাঁরা এর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সম্পাদনায় নিজেদের জড়িত রেখেছেন। সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ *আলফিয়ার* সংকলক আল্লামা যায়নুদ্দীন ইরাকি *ইহয়াউল উলুমের* উল্লেখিত হাদীসসমূহের তাখরিজ করেছেন। অর্থাৎ হাদীসগুলোর সনদ ও রাবী সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং একজন প্রকৃত মুহাদ্দিসসুলভ আলোচনাসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ রচনা করেন। উপমহাদেশের গৌরব আল্লামা মুতাযা বিলগিরামিও বিশ খণ্ডে এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটির নাম—إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين—*ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন শরহু ইহয়াই উলুমিদ্দিন*। ইসলামী জ্ঞানরাজ্যে বড় কলেবরের এ গ্রন্থটি আসলেই একটি বিস্ময়, অকল্পিত অমূল্য সম্পদ। একাধারে হাদীস, ফিকহ, কালাম ও তাসাউফশাস্ত্র নিয়ে আলোচনাসমৃদ্ধ এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি বিশ্বকোষের মর্যাদায় উত্তীর্ণ।

আরও ঔৎসুক্যের ব্যাপার হলো, এই *ইহয়াউল উলুমের* ওপর ভিত্তি করেই সুলুক ও তাসাওউফের ক্ষেত্রে তরিকায়ে গাযালিয়া নামে স্বতন্ত্র একটি চিন্তাধারা, সংস্কার ও ইসলাহি সিলসিলার প্রবর্তনও ঘটে। তখন হাযরামাওত ও অন্যান্য আরব-অঞ্চলে এই তরিকার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল।

ইহয়াউল উলুমের পদ্ধতি অনুসারে ইমাম গাযালি ফারসিতেও এরকম একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অত্যন্ত সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত আকারে। তিনি এটা লিখেছিলেন অনারবদের শিক্ষার মান ও তাদের প্রয়োজন ও স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে। বলা চলে, কিতাবটি মূলত *ইহয়াউল উলুমের* একটি ফারসি ভাষায় সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ইমাম গাযালি গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন *কিমিয়ায়ে সাআদাত*।

ফারসি সংস্করণের এই গ্রন্থটিও সে সময় ফারসিভাষীদের নিকট বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং প্রিয়তা অর্জন করে তাদের কাছেও, যারা আগ্রহী ছিলেন সংক্ষিপ্ত সহজ ও সরলতার প্রতি।

ইহয়াউল উলুমের পরে প্রায় একই উদ্দেশ্যে লিখিত গ্রহণযোগ্য উপকারী আরেকটি গ্রন্থের নাম হলো *গুনিয়াতুত তালিবিন*। গ্রন্থটি যথার্যভাবেই যুগের চাহিদা পূরণে সফল হয়েছে। এটি রচনা করেন ইসলাম ও উম্মাহর আরেকজন দরদি হৃদয় হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানি রহ. (মৃত্যু ৫৬১হি.)। যাঁরা ইসলাহ অর্থাৎ নিজেদের আমল-আখলাক সংশোধন করতে আগ্রহী, গ্রন্থটি মূলত তাদের জন্যই লিখিত। বিশেষ করে যাঁরা কোনো মুরব্বির হাতে বায়আত হয়েছে এবং জীবনকে শরীয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালিত করতে চায়, সেসব সালিক বা আত্মসংশোধনে আগ্রহী মুরিদের পথপ্রদর্শনের মূল্যবান দিকনির্দেশনা রয়েছে এটিতে। গ্রন্থটির পুরো নাম হচ্ছে— الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل। গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—উম্মতের কাছে সবচেয়ে গ্রহণীয় মুর্শিদ ও 'রুহু'-র পরিশুদ্ধির আস্থাবান ইমাম—হযরত আবদুল কাদির জিলানি এটি লিখেছেন তাঁর হাতে বায়আত হওয়া সরাসরি মুরিদদের জন্য এবং একই সাথে মুরিদ না হওয়া অনাগত সেসব মানুষের জন্যও, যাঁরা

সত্যনিষ্ঠভাবে আল্লাহর পথের অনুসন্ধান করে। এতে তিনি উল্লেখ করেছেন ফরয ও সুন্নাতসমূহ আদায় করার আদব ও পদ্ধতি। উল্লেখ করেছেন মানুষের নিজের মাঝে এবং এই বিশ্ব-জগতে আল্লাহর ছড়ানো যত নিদর্শন-কথা, যেগুলো আল্লাহর মারিফত বা পরিচয় ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে আমাদের সাহায্য করে। তিনি এতে তুলে ধরেছেন কুরআন ও হাদীসের নির্যাস—মৌলিক ভাষ্য। তিনি এতে সংকলিত করেছেন অনুসরণীয় পূর্বসূরি সালাফ ও আল্লাহওয়ালাদের সুমহান চরিত্র এবং তাঁদের অনন্য-সাধারণ আদর্শ। এমন আরো অনেক আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় ঘটনা তিনি এতে উল্লেখ করেছেন, যেন এগুলোর আলোকে একজন আগ্রহী মানুষ আল্লাহর পথে চলতে অনুপ্রাণিত হয়। সব ধরনের পরিস্থিতিতে আল্লাহর সকল হুকুম মেনে চলা যেন সহজ হয়। হারাম ও নিষেধের কাজ থেকে ফিরে থাকতে পারে। এ ছাড়াও তিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে এতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন একজন মুসলমানের দৈনন্দিন ও আবশ্যক আমলের সকল বিষয়। যেমন, নামায রোযা হজ যাকাত ইত্যাদির জরুরি আহকাম ও আদেশ-নিষেধ এবং সেই সাথে উল্লেখ করেছেন এগুলো পালনের সকল আদব, নিয়ম ও পদ্ধতি।

যে ব্যক্তি হয়তো ইসলামের বিধি-বিধান জানার জন্য কোনো সুবিজ্ঞ আলেম ও ফিকাহবিদ পাননি অথবা আত্মার রোগ নিরাময়ের জন্য কোনো অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আধ্যাত্মিক শিক্ষক যাঁর নসিবে ঘটেনি, তাদের সকলের জন্য এ গ্রন্থটি একজন নিরন্তর পথপ্রদর্শক ও মুরশিদের মতো পথ দেখাবে।

গ্রন্থটির আরও কিছু গুণ হলো, সম্মানিত গ্রন্থকার এতে নিজের জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাও খুব সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। উল্লেখিত বিষয়গুলোর আলোচনা ও বিশ্লেষণের গভীরতা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, যথার্থভাবেই তিনি ছিলেন সকল ক্ষেত্রে সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত অতি উচ্চস্তরের একজন ফিকাহবিদ। ধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং হাম্বলি মাযহাবের একজন প্রাজ্ঞ আলেম। গ্রন্থটিতে তিনি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সম্পর্কেও একটি পৃথক অধ্যায় রেখেছেন। আকাইদের ক্ষেত্রে তিনি অনুসরণ করেছেন হযরত আহমদ ইবনে হাম্বলের

অনুসারী মুতাকাল্লিম ও আকীদাবিশারদদের এবং এ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে তিনি আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলির বিষয়ে এবং গোমরাহ ও ভ্রান্ত দলগুলোর প্রতিবাদের ক্ষেত্রে আহমাদ ইবনে হাম্বলের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

সম্মানিত গ্রন্থকার হযরত শায়খ জিলানি গ্রন্থটিতে আরও সন্নিবেশিত করেছেন ওয়াজ ও নসিহতের কথা। বিশেষ বিশেষ দিন ও মাসের ফজিলতের কথা। আসল কথা বলতে কি, সে সময়ে বাগদাদে যে ধরনের ওয়াজ, জিকির ও দীনি আলোচনার মজলিসের আয়োজন হতো, তিনি হয়তো কিতাবের মধ্যে সেগুলোরই একটি বিকল্প উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন।

তবে একটা বিষয় আমাদের জানা থাকা দরকার, তিনি প্রতিটি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের আলোচনায় হাদীস-বিশারদদের মতো কঠোর ও চুলচেরা বিশ্লেষণে যাননি। বলা চলে, তিনি মূলত সাধারণ মানুষের ব্যাপক ফায়দা ও উপকারের জন্যে অনেকটা উদার নীতি গ্রহণ করেছেন। হয়তো সে কারণেই গ্রন্থটির সমাপ্তি টেনেছেন মুরিদদের আদব, আখলাক ও চরিত্রের বিশুদ্ধতার বিবরণের মাধ্যমে।

পরিশেষে গ্রন্থটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যে কথাটি জানা প্রয়োজন, আবদুল কাদের জিলানির সরাসরি মুরিদ এবং মুরিদ ছাড়াও যাঁরা কুরআন, সুন্নাহ ও সালফে সালেহিন বা সুমহান পূর্বসূরিদের অনুসৃত আকীদা ও বিশ্বাসের আলোকে নিজেদের জীবন গঠিত, সুশৃঙ্খলিত ও পরিশুদ্ধ করতে আগ্রহী, তাঁরা সকলেই এ গ্রন্থটিকে 'জীবনবিধান' হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। নিজেদের বিশ্বাস ও আমল পরিশুদ্ধির জন্য এটিকেই সামনে রাখতেন। এশিয়া ও আফ্রিকা—উভয় মহাদেশে এই গ্রন্থটির মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

গ্রন্থরচনার এ ধারাবাহিক পথ ধরে একই লক্ষ্য সামনে রেখে প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ, আভিধানিক ও প্রখ্যাত আরবী অভিধান *আল কামুসের* লেখক ও সংকলক আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরুয আবাদি (মৃত্যু ৮১৭ হি.)

سفر السعادة বা *সাফারুস সাআদাহ* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সম্মানিত গ্রন্থকার এতে সংক্ষেপে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের আলোচনা করেছেন। তাঁর ইবাদত, লেনদেন ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় তাঁর সুন্নাতের শিক্ষাসমূহ উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী ও নির্দেশনা, তাঁর অনন্য অনুসরণীয় আখলাক, চরিত্র, অভ্যাস ও জীবনধারা বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের ব্যাপক আলোচনার প্রেক্ষিতে গ্রন্থটি মানুষের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবন—সকল ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও সুন্নাত মোতাবেক পালনীয় বিষয়গুলো চলে এসেছে। বাস্তব কারণেই যে কোনো মুসলমানই এটিকে নিজের জীবনের 'আমলের নীতিমালা' হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসৃত চিকিৎসানীতিও এই গ্রন্থটিতে লিখিত হয়েছে। গ্রন্থটির কলেবর মধ্যম ধরনের। পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র একশ পঞ্চাশ।

সহজ, সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গতা—এ ধারায় রচিত সবচেয়ে সফল, সবচেয়ে জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান গ্রন্থ হচ্ছে আল্লামা হাফিজ ইবনে কাইয়ুম আল-জাওযি (মৃত্যু.৭৫১ হি.) রচিত *যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খায়রিল ইবাদ* গ্রন্থটি। এটিতে আলোচিত হয়েছে সীরাত, সুন্নাত, ফিকহ, কালামশাস্ত্র ও আকীদা বিষয়ে। আলোচনা এসেছে তাজকিয়া—চরিত্রগঠন ও আত্মশুদ্ধি বিষয়ে।

সম্ভবত তরবিয়াত, ইহসান, চরিত্রগঠন ও আত্মশুদ্ধির বিষয় নিয়ে *ইহয়াউল উলুমের* পরে এমন বিষয়ভিত্তিক, এত সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আর রচিত হয়নি। অন্যভাবে বলতে গেলে—তথ্যের বিশুদ্ধতা, সনদের নির্ভুলতা, কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যশীলতার ক্ষেত্রে এটি *ইহয়াউল উলুমের* চেয়েও উচ্চ মানের। সম্মানিত গ্রন্থকার দীন ও ইসলামী গ্রন্থের বিরাট ও সুবিশাল সমুদ্র যেন একটি পেয়ালায় আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। একই সাথে গ্রন্থটি যেন সব ধরনের মানুষের জন্যই একজন স্নেহশীল অভিভাবক, মুরশিদ, ফিকাহবিদ ও একজন মুহাদ্দিস। যার যেভাবে যেটাই প্রয়োজন, সবারই চাহিদা যেন এটি পূরণ করতে প্রস্তুত। যাদের রয়েছে হাদীসশাস্ত্রের প্রতি অতি উৎসাহ অথবা নবীজীর সুন্নাত ও

রীতিনীতি অনুসরণে যাদের রয়েছে তীব্র আগ্রহ, সেইসব অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ও আলেম সবসময়ই এ গ্রন্থটি হৃদয়ের মালা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, হাদীস, ফিকহ, কালাম, আরবী ব্যাকরণ ও শব্দ প্রকরণ ইত্যাদি সব ধরনের বিষয়ের নির্যাস হচ্ছে এই গ্রন্থটি। যাঁরা জ্ঞানের বহু বিষয়ে প্রাজ্ঞ অথবা যাদের রয়েছে জ্ঞানের সকল বিষয়েই গবেষণালব্ধ সুবিদগ্ধতা, সেই ধরনের আলেমদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এই গ্রন্থটি।

একই উদ্দেশ্য ও মানসিকতা নিয়ে রচিত গ্রন্থতালিকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো, রুকনুল ইসলাম (ইসলামের স্তম্ভ) ও ওয়াইজুল কাওম (জাতির উপদেশদাতা) খেতাবে ভূষিত আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর সমরকন্দি রচিত *শিরআতুল ইসলাম ইলা দারিস সালাম* গ্রন্থটি। তিনি নিজেই গ্রন্থটির পরিচিতি দান করতে গিয়ে বলেন—

এটি এমন একটি কিতাব, যা মুসলিম শিশুদের সর্বপ্রথম পাঠ্য হওয়া উচিত। ঈমানদার ও বিশ্বাসীদের জন্য এটির বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকা কর্তব্য। কেননা, যে সত্য পথের পথিক নফস ও কুপ্রবৃত্তির অন্ধকূপে আপতিত হয়ে ধ্বংস হতে চায় না, এই গ্রন্থটি তাঁর জন্য অতি আবশ্যক।

গ্রন্থটি এভাবে লেখার পেছনে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল, গ্রন্থটি থেকে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষও যেন উপকৃত হতে পারে এবং তারা যেন এটি তাদের জীবনের দিকনির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করে। এতে তিনি হাদীস ও সুন্নাহের আলোকে প্রমাণিত বিশুদ্ধ আকাইদের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথমে তিনি সালফে সালেহিনের প্রতি এবং সুন্নাহর প্রতি আবেগ-উদ্বেলিত আশেকের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; সূত্র ও বাস্তবতার যাচাইয়ে যাননি। অবশ্য শেষের দিকে এসে ঠিকই নিজের অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মাধ্যমে আলেমদের আখলাক ও চরিত্র সম্পর্কে একটি সারগর্ভ আলোচনা দিয়ে কিতাবের সমাপ্তি টেনেছেন। তারপরও গ্রন্থাকারের সৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে কিছু এমন তথ্যও সন্নিবেশিত হয়েছে, যা হাদীস সমালোচকদের দৃষ্টিতে কিছুটা আপত্তিকর।

এরপর যে গ্রন্থটির কথা বলতেই হয়, সহজ-সরল ও উপস্থাপনার অভিনব সুকৌশলের কারণে যে গ্রন্থটি থেকে সমকালীন যুগের হাজারও মানুষ হয়েছে উপকৃত—সেই বিপুল জনপ্রিয় গ্রন্থটি হলো *মা লা বুদ্দা মিনহু*। গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন যুগের বায়হাকী ও সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (মৃত্যু ১৩২৫ হি.)। গ্রন্থটিতে প্রথমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নির্ধারিত আকাইদের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পবিত্রতার প্রকার, মাসআলা-মাসায়েল, নামাযের উপকারিতা ও সওয়াবসহ বিস্তারিতভাবে এর বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে যাকাত, রোযা ও হজের হুকুম-আহকামও সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। সাধারণভাবে যে সমস্ত মাসআলা-মাসায়েলের প্রয়োজন পড়ে বেশি এবং যেগুলোর আমল দৈনন্দিন বা ব্যাপক, গ্রন্থটিতে সেসব বিষয়ের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে কিছু কিছু কম দরকারি বা কম আলোচিত মাসআলাও এতে উল্লেখ হয়েছে। তাকওয়া সম্পর্কেও বিশেষ একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে এতে। মোটকথা গ্রন্থটির রচনায় সমকালীন মানুষের পরিবেশ ও মানসিকতার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজের সাধারণ অন্তর্গত রোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেন ও বেচাকেনায় শরীয়তের নীতিমালার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে এতে। লেখকের যুগে শরীয়তবিরোধী যে সকল বিষয়ের প্রচলন ছিল, সেগুলোও তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছেন। সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকার সম্পর্কিত হুকুম-আহকাম উল্লেখ করেছেন এবং সেই সাথে লেখকের যুগে প্রচলিত পাপাচারের কথা এবং সাধারণভাবে মানুষরা যে পাপগুলো সামান্য বলে ধারণা করত, সেসব নিষিদ্ধ বিষয়েরও একটি আলাদা অধ্যায় তিনি এতে সন্নিবেশিত করেছেন। এ ছাড়াও নীতিনৈতিকতার দৃষ্টিতে খারাপ কাজ, নফসের কুমন্ত্রণা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও রীতিনীতির প্রতিও দৃষ্টি দিয়েছেন। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে এবং সুউচ্চ চারিত্রিক গুণাবলিতে গুণান্বিত হওয়ার প্রতি প্রচুর গুরুত্বারোপ করেছেন। এগুলোর পর আরেকটি ভিন্ন অধ্যায় উল্লেখ করেছেন, যাতে আত্মশুদ্ধি—চরিত্র গঠন, ন্যায়নিষ্ঠা ও দীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ অলোচনা করা হয়েছে। আর এটা মনে রাখা প্রয়োজন, গ্রন্থটিতে আলোচিত সকল বিষয়ই উপস্থাপিত হয়েছে খুবই

সংক্ষিপ্তভাবে, সহজভাবে, পরিমিতভাবে। তবুও সকল বিষয়ই একটি পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে।

গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, একজন মধ্যম শ্রেণির মুসলমানের জন্য যা জানা জরুরি, তার সবই উল্লেখ করা হয়েছে এতে। বিশেষ করে মুসলিম কিশোর, যারা তাদের কৈশোর পাড়ি দিয়ে যৌবনের প্রান্তে উপনীত, ঠিক তাদের মন-মানসিকতা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে গ্রন্থটি লিখিত। তাই এ বইয়ের প্রয়োজন ও আবেদন কখনোই ফুরোবার নয়। গত এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ভারত উপমহাদেশের ভদ্র, সম্ভ্রান্ত ও দীনি পরিবারগুলোতে গ্রন্থটি বলা চলে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে পঠিত হয়ে আসছে। সে সময়কার উপমহাদেশে, দীনি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রচলিত সহজ ফার্সিতে লিখিত গ্রন্থটি। পৃষ্ঠার দিক দিয়ে এটি একটি মধ্যম কলেবরের গ্রন্থ। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা একশ বায়ান্ন।

এরও কিছু বছর পর সহজ, সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত পূর্ণাঙ্গতার ধারায় রচিত আরেকটি গ্রন্থের নাম হলো *সীরাতে মুস্তাকিম*। সে সমস্ত গ্রন্থ তার সমকালীন চিন্তাধারা, আমল ও চরিত্রগঠনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে যেগুলোর মান প্রশ্নাতীত ও সুদৃঢ় বলে প্রমাণিত হয়েছে, গ্রন্থটি তারই অন্যতম। এটি মূলত হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় জিহাদ ও ইসলামী সংস্কার-আন্দোলনের প্রধান ইমাম ও নেতা মহান মুজাহিদ হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদের (মৃত্যু ১২৪৬ হি.) বাণী, বক্তব্য ও উক্তিসমূহের একটি সংকলন। সংকলন ও সম্পাদনা করেন তাঁর সুযোগ্য সহচর ও অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা হযরত মাওলানা ইসমাইল শহীদ (মৃত্যু, ১২৪৩ হি.) ও প্রধান খলীফা হযরত মাওলানা আবদুল হাই বুঢানবি (মৃত্যু, ১২৪৩ হি.)। এটি লিখিত হয় ফার্সি ভাষায়। গ্রন্থটিতে রয়েছে সঠিক পথে চলার ও ইসলামের বিধিবিধানের ওপর সুদৃঢ় হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকার শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা। শিক্ষা রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুসরণের। গ্রন্থটিতে বেলায়েত বা নিজস্ব মারিফত পদ্ধতির পরিবর্তে নবুওয়াত-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। দর্শন ও মনচাহি তাসাউফ থেকে সুন্নাতের শিক্ষাকেই আসল ধরা হয়েছে। নফল ও অপ্রধান ইবাদতের চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে

ফরয ও প্রধান আমলগুলো এবং এগুলোই আল্লাহর নৈকট্যলাভের প্রকৃত মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং এটিকে বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিতও করা হয়েছে।

গ্রন্থটির মূল লক্ষ্য হলো, বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা, সঠিকতা ও নির্ভেজাল তাওহীদের শিক্ষা প্রদান এবং সেই সাথে শিরক ও বেদআতেরও মূলোৎপাটন করা। সে সময়কার সুফি, দরবেশ ও পীরদের মাঝে প্রচলিত ও অনুসৃত বেদআতসমূহ, গ্রীক যুক্তিশাস্ত্রের অনুসারী বা তা দ্বারা প্রভাবিত শিয়া ও বেদআতিদের মাধ্যমে মুসলিম-সমাজে যে শরীয়তবিরোধী অধর্ম অনাচার ছড়িয়ে পড়েছিল, সেসব ঈমানঘাতী বিষয়গুলো এতে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অমুসলিমদের সাথে মেলামেশার কারণে শোক ও আনন্দের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মুসলিম-সমাজে যে সকল অজ্ঞতার কুসংস্কার ও রীতিনীতি ঢুকে পড়েছিল এবং মুসলিম-সমাজের আচার-আচরণ এমনকি পরিচয়ও বিকৃত করে ফেলছিল, অতি সচেতনতার সাথে গ্রন্থকার সেগুলোও তুলে ধরেছেন তার গ্রন্থে। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকার কারণে, অজ্ঞতার কারণে মুসলমানদের সমাজজীবনে এ সমস্ত দূষণীয় জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এগুলো মোকাবেলা করা ও এগুলো থেকে আত্মরক্ষার উদাত্ত আহ্বান জানানোও হয়েছে গ্রন্থটিতে। সেই সাথে সম্প্রসারিত রোগগুলোর নিরাময়-পদ্ধতিও উল্লেখ করা হয়েছে। চরিত্রগঠন, আত্মশুদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ চিকিৎসার উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। একজন মুসলমানকে আল্লাহর নৈকট্যলাভের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। মানবিক ও ঈমানিক—সকল প্রকার গুণ অর্জনের কথা বলেছেন এবং এই গুণাবলির পরিপূর্ণতা লাভের পথে যে সমস্ত কঠিন ধোঁকা, বাধা ও প্রতারণার শিকার হতে হয়, সেগুলো থেকে উত্তরণের উপায়ও বলে দিয়েছেন।

গ্রন্থটির আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—জিকির-আজকার, ইবাদত-উপাসনা, আকীদা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা, বিশুদ্ধতা ও সুলুক বা আধ্যাত্মবাদের বিষয়গুলোও এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি আছে দীনের দাওয়াত—তাবলীগ এবং আল্লাহর পথে জিহাদ ও সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর নাম সুউচ্চ রাখার কথা এবং সেই সাথে

পৃথিবীতে ইসলামের মান-সম্মান, শৌর্য-বীর্য প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের উদাত্ত আহ্বানও জানানো হয়েছে।

সহজ ও সংক্ষিপ্তাকারে সংস্কার ও প্রশিক্ষণমূলক এ সকল গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের তালিকায় হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. রচিত *তালিমুদ্দীন* গ্রন্থটির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একশ চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে ঈমান, আকাইদ, আমল, ইবাদত, আদান-প্রদান, লেনদেন ও সমাজজীবনের অন্যান্য আদব-কানুন সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পথ-নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনা আছে সুলুক ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কেও। অবশ্য এ গ্রন্থটির চেয়ে তাঁর জনপ্রিয় ও ব্যাপক পঠিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হচ্ছে *বেহেশতি জেওর*। দীন ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং চরিত্রগঠন, আত্মশুদ্ধি, কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ বা বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারের মূলোৎপাটন ঘটানোর ক্ষেত্রে গ্রন্থটি একটি বিপ্লবাত্মক ভূমিকা পালন করেছে। যদিও এটি রচিত হয়েছে মূলত মুসলিম মহিলা ও নাবালিকাদের জন্য। কিন্তু আলোচনার ধরন, গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ের উপস্থিতি ও ব্যাপকতার কারণে সাধারণ জনগণসহ বর্তমানে আলেমরা পর্যন্ত এটি থেকে উপকার লাভ করছেন।

গ্রন্থটি মানুষের অবস্থা অনুযায়ী হয়তো কারো কাছে একজন গৃহশিক্ষক। কারো জন্য একজন ওয়ায়েজ ও মুফতী। কারো জন্য কেবল মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য একটি বিশাল ভাণ্ডার। কিন্তু সবারই কাজে লাগে। এ কারণেই হয়তো গ্রন্থটির এ পর্যন্ত যত সংস্করণ বেরিয়েছে, উর্দু ভাষায় রচিত আর কোনো গ্রন্থের এত সংস্করণ বের হয়নি। এত বিপুল সংখ্যক কপি মুদ্রিতও হয়নি আর কোনো কিতাবের।

যে কথাটি বলার জন্য এই দীর্ঘ আলোচনা, সে কথাটি হলো, ওপরে আলোচিত গ্রন্থাবলির ধারাবাহিকতায় বর্তমান সময়েও যুগের ভাষায় সহজ সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক বিষয়াবলির পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। বর্তমান যুগ হলো অল্প সময়ে বেশি অর্জনের যুগ। চারপাশের এত গতি ও তাড়াহুড়োর মাঝে প্রায় সবাই সংক্ষেপপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সময়ের মূল্য ও গতির প্রতি মানুষের দৃষ্টি এত তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, আজ তা অনুভূতির চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। যে গ্রন্থটি জটিল ও দীর্ঘ,

যার বিষয়গুলো সূক্ষ্ম, গভীর ও অস্পষ্ট, সে ধরনের কোনো গ্রন্থ অধ্যয়নের সাধারণ প্রবণতা মানুষের এখন আর নেই। তা ছাড়া বর্তমান যুগ হয়ে পড়েছে শারীরিক দুর্বলতার যুগ, অযান্ত্রিক শ্রমে হিম্মতহীনতার যুগ। সমাজজীবনের জটিলতা এবং জীবনের সীমাহীন দাবি ও চাহিদায় যারা আগ্রহী, সময় ও ব্যস্ততা তাদের আজ আরো সংক্ষেপপ্রিয় করে তুলেছে। তাই অনেককেই বলতে শোনা যায়, বর্তমান যুগ হলো কম্পিউটার ও রকেটের যুগ, গতি ও প্রগতির যুগ।

এ কারণেই দীর্ঘদিন ধরে নতুন ভাষা ও আঙ্গিকে এ ধরনের একটি নতুন গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। যে গ্রন্থটি সহজতায়, সংক্ষিপ্ততায় ও পরিমিত পূর্ণাঙ্গতায় ওপরে আলোচিত গ্রন্থগুলোর স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে। কারণ, শব্দ এক হওয়া সত্ত্বেও প্রতি যুগেরই একটি বিশেষ ভাষা থাকে। যুগের সে ভাষা উপেক্ষা করে সমকালীন যুগকে কিছু বোঝানো প্রায় ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে উঠে। তা ছাড়া প্রতি যুগেরই রয়েছে একটা আলাদা ধরনের মন ও মানস। আলাদা চিন্তা, চেতনা ও ভাবনার আঙ্গিক এবং প্রতি যুগেই উদ্ভব ঘটে কিছু নতুন রোগ ও দুর্বলতার। স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ ও মন-মানসিকতার ক্ষেত্রে সৃষ্ট হয় নতুন ও অজানা চোরা পথের। সে পথের অন্ধকার বেয়ে জমা হতে থাকে হাজারও দুর্গন্ধ, আবর্জনা ও কলুষ। বাইরের সে কলুষ ও পঙ্কিলতার দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে ইসলামী চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা। প্রভাবিত হতে থাকে গোটা মুসলিমসমাজ। এটি একটি বাস্তব সত্য। একে পাশ কাটিয়ে চলা যায় না। প্রতিযুগেই এসব পারিপার্শ্বিকতার ক্ষেত্রে নমনীয় হতে হয়েছে আমাদের মহান সংস্কারকদের। এমনকি দীনের প্রতি একনিষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্বদেরও। একটু লক্ষ করলেই আমরা দেখতে পারি, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী ও এর পরের যুগটি গ্রীক দর্শন ও চিন্তা দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে। কীভাবে তখনকার ইসলামী জ্ঞানও সমকালীন বুদ্ধি, ধ্যান-ধারণা ও যুক্তিপূজারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ঠিক সেভাবেই বর্তমানের নব্যশিক্ষিত যুগ-মানস প্রভাবিত হচ্ছে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা, তাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা, তাদের অনৈতিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা; এমনকি প্রভাবিত হচ্ছে তাদের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার নতুন ধারা ও পদ্ধতি দ্বারা। পশ্চিমাদের এই হাওয়ার তালে মুসলিম-সমাজ

নিজেদের মর্যাদা ভুলে হয়ে পড়ছে অন্যের, অন্য ধর্মের লোকদের কৃষ্টি-কালচারের অনুসারী। অন্য এক গোষ্ঠীর ঠুনকো সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই নতুন পরিস্থিতিতে যুগের ভাষায় প্রয়োজন একটি নতুন গ্রন্থের—চিন্তার বিশুদ্ধতার জন্য, রোগগুলো চিহ্নিত করার জন্য।

একটিমাত্র গ্রন্থ, যে গ্রন্থ কখনো নির্জীবতার ও স্পন্দনহীনতার শিকার হয়নি; যে গ্রন্থটিকে কালের বিবর্তনের প্রভাব কখনো প্রভাবিত করতে পারেনি; কোনো অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতি যে গ্রন্থটির সামান্যতম পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি, সেই একমাত্র গ্রন্থটি হলো আল্লাহর কালাম কুরআনুল কারীম, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অবিনশ্বর মুজিযা—মানবপৃথিবীর অপার এক বিস্ময়। এর পরেই স্থান হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে সুপ্রমাণিত সহীহ হাদীসসমূহের অমূল্য ভাণ্ডার। এ ছাড়া যত গ্রন্থ রয়েছে সবই পরিবর্তনশীল। সংস্কার, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের যোগ্য। কালের ভাষ্য অনুযায়ী সেসবেরও ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকের পরিবর্তন অপরিহার্য।

আমার কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে অনেক দিন ধরেই উল্লেখিত ধারা অনুসারে একটি গ্রন্থ রচনা করার পরামর্শ, বরং বলা চলে অবিরাম জোড়াজুড়ি করে আসছিলেন। অতীতের বিভিন্ন যুগে এ ধরনের গ্রন্থগুলো থেকে যেমন সে সময়কার মুসলমান জনগণ উপকৃত হয়েছে, তেমনিভাবে আমার লিখিত বর্তমান গ্রন্থ দ্বারাও যেন এ সময়কার মুসলমানগণ উপকৃত হতে পারে এবং এটি তারা নিজেদের জীবন-চলার পথে আমল-নির্দেশিকা বা গাইডবুক ও পথ-নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

বন্ধুদের জোড়াজুড়িতে অবশেষে মনের মধ্যে যখন গ্রন্থ রচনার প্রাথমিক একটা ইচ্ছার উদয় হলো, তখন আমি এ জাতীয় অতীত গ্রন্থসমূহের রচয়িতাগণের ঝলকিত তালিকার দিকে দৃষ্টি দিলাম এবং তাঁদের ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, ন্যায়-নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও জ্ঞানের গভীরতার প্রতি খেয়াল করলাম। আমি একই সাথে অভিভূত হলাম এবং শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। অভিভূত হলাম তাঁদের উচ্চতা দেখে, শঙ্কিত হলাম আমার শূন্যতা দেখে। তাঁদের অসাধারণ গ্রহণযোগ্য গ্রন্থগুলোর পাশে অর্বাচীন

আমার জ্ঞানশূন্যতা, ইলম ও অভিজ্ঞতার পুঁজিহীনতা তীব্রভাবে ভেসে উঠল এবং ভাবনা ও বাস্তবতার এই অবস্থাটিই আমাকে দীর্ঘদিন এ ধরনের দুঃসাহসিক কাজে হাত দেওয়া থেকে বিরত রাখল। তা ছাড়া আমার আরও অন্যান্য জরুরি লেখালেখি, একাডেমিক কাজ, ইলমী ব্যস্ততা ও একের পর এক সুদীর্ঘ সফরের ক্লান্তির কারণে ধীর-স্থির ও একান্ত মনে বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করারও অবকাশ হচ্ছিল না।

তবুও শেষমেশ জীবনের এতটা সময়ে নিজের অধ্যয়ন, দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও বর্তমান ইসলামী সাহিত্যে এর শূন্যতাবোধ আমাকে তাড়িত করে তুলল। ভেতর থেকে একধরনের তাগাদা অনুভূত হতে লাগল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আমার যতটুকু সম্বল ও সামর্থ্য, তা দিয়েই কাজটি করার জন্য মন একেবারে প্রস্তুত হয়ে গেল। রচনা করার ক্ষেত্রে মনে আর কোনো দ্বিধা থাকল না; বরং মনের মধ্যে এই বোধ ও চিন্তাও জাগ্রত হলো, আর সামান্য সময় দেরি করাটাও হবে অতিজরুরি দীনি একটি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অবহেলা এবং হয়তো এর জন্য আখেরাতে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে রাহমানুর রাহীমের ওপর ভরসা করে, ইস্তিখারা ও দুআ করে কাজ শুরু করে দিলাম। নিজের অজ্ঞতা, অযোগ্যতা ও অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আল্লাহর তাওফিকে একসময় এটি সমাপ্ত করাও সম্ভব হলো।

গ্রন্থটিতে আমার নিজের অনেক অভিজ্ঞতার সারমর্ম লিখিত হয়েছে। একজীবনের দীর্ঘ অধ্যয়নে প্রাপ্ত নির্যাসও উল্লেখিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তা ছাড়া দীনের দাওয়াত ও রচনার ময়দানে দীর্ঘ দিন বিচরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে অনেক অভিজ্ঞতা এবং এই উম্মতের বিভিন্ন পেশার লোকদের সাথে দীর্ঘকাল সরাসরি মিশে জানা সম্ভব হয়েছে আরও অনেক কিছু। নির্দ্বিধায় বলা যায়, এসব বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জানাশোনারই একটা সার-সংক্ষেপ উপস্থাপিত হয়েছে এই গ্রন্থটিতে। আরেকটি বিষয়ও বিজ্ঞ পাঠকদের জানিয়ে রাখি, আমার আগের রচনাসমূহের মধ্যে যেসব কথা, বক্তব্য ও বিষয় এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সম্পর্কযুক্ত মনে হয়েছে, আমি সেগুলোও নির্দ্বিধায় এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

অসীম দয়ালু আল্লাহ তাআলার দরবারে এটাই আশা, তিনি যেন সবার আগে এ গ্রন্থের মাধ্যমে আমাকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন এবং সেসব সত্যান্বেষী পাঠকদের জন্যও যেন উপকারী গ্রন্থ হিসেবে কবুল করেন, যাঁরা এটিকে অধ্যয়ন করবেন আমল ও উপকার লাভের উদ্দেশ্যে। আমীন।

আবুল হাসান আলী নদভী
দাইরা শাহ আলামুল্লাহ হাসানি, রায়বেরেলি
৭ই শাবান ১৪০২ হিজরি
৩১ মে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ

ইসলামী জীবনের রূপরেখা

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

ইসলামের মৌলিক গঠন ও অনন্য বৈশিষ্ট্য

অসংখ্য বস্তু ও দ্রব্য দিয়ে আল্লাহ এই পৃথিবী সাজিয়েছেন এবং প্রতিটি জীবন্ত ও চলমান বস্তুরই বিশেষ কিছু মেজাজ, প্রকৃতি ও স্বভাব রয়েছে। প্রতিটি বস্তুরই বিশেষ কিছু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট এবং দর্শনীয় আকৃতি ও গঠন-শৈলী রয়েছে। আর এই বিশেষ বিষয়গুলোই সেই বস্তুটির অনন্য বৈশিষ্ট্য ও গুণ বলে বিবেচিত হয়। ব্যক্তি-সমাজ-দল-জাতি-সম্প্রদায়- ধর্ম ও দর্শন—নির্বিশেষে সবকিছুতেই এই বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটি বিদ্যমান। সবকিছুই নিজের আলাদা কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং অনন্য কিছু আলামত ও চিহ্ন রাখে, যা সকলের থেকে বস্তুটিকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেয়।

এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে দীন ও ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? এর গঠন, প্রকৃতি ও স্বরূপটাই-বা কেমন?

ইসলামের বিস্তৃত জ্ঞান ও শিক্ষা এবং এর নির্ধারিত বিধান ও নীতিমালা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও আলোচনার আগে আমাদের দীনের এসব মৌলিক গঠনরীতি ও অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে হবে। কেননা, ইসলামের বিশ্বাস থেকে পুরোপুরি উপকার লাভ করার এবং নিজেকে এর রঙে রাঙিয়ে তোলার জন্য এটাই হলো প্রাকৃতিক ও স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতি এবং এটিই হলো ইসলাম পালনের মূল চাবিকাঠি। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা সমীহ জাগ্রত হওয়ার জন্য তার মূল পরিচয় ও রূপ জানাটা আবশ্যক।

তবে আলোচনাটি শুরুর আগে আমাদের এই সত্যটিও অনুধাবন করতে হবে, এই দীন আমাদের কাছে কোনো বুদ্ধিজীবী, অভিজ্ঞ আইনবিদ, মনোবিজ্ঞানী কিংবা কোনো কাল্পনিক অশ্বধাবনকারী চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের

মাধ্যমে আসেনি; অথবা কোনো দিগ্বিজয়ী সম্রাট, রাজ্যশাসক, উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদ অথবা কোনো জাতি বা দেশের নেতার মাধ্যমেও এই দীন আসেনি আমাদের কাছে। আমরা এই দীন ও জীবন-বিধান পেয়েছি সেসব পবিত্র ব্যক্তিত্ব, সুমহান নবীগণের মাধ্যমে, যাঁদের কাছে আসত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী, রিসালাত বা আসমানি নির্দেশ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতি প্রাপ্তির মাধ্যমে এই মহান পবিত্র ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আরাফার দিনে বিদায় হজের সময় শেষ নবীর ওপর নাজিল হয়েছিল এই আয়াত—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন বা জীবনবিধান হিসেবে পছন্দ করে নিলাম।[১]

যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এ আয়াত নাজিল হয়েছে সে রাসূলের সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা হলো—

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

অর্থ : তিনি নিজের ইচ্ছামতো কখনো কথা বলেন না। এই কুরআন হলো এমন বার্তা বা নির্দেশ, যা তাঁর কাছে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়।[২]

এখন আমরা ধারাবাহিকভাবে দীন-ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি :

১. নির্ভুল আকীদা ও বিশ্বাস

আল্লাহর মনোনীত এই দীনের সর্বপ্রথম অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো অন্তরের আকীদা ও বিশ্বাস। এটির প্রতি ইসলাম প্রচুর গুরুত্ব প্রদান করে। সবার

---

১. সূরা মায়েদা : ৩

২. সূরা আন নাজম : ৩-৪